নবীজি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم এর জীবনী

সময়রেখায় সংক্ষিপ্ত সীরাত

সংকলনঃ মুহাম্মাদ নূর হুসাইন
সম্পাদনাঃ মুফতি ইসহাক মাহমুদ

রসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী টাইমলাইন আকারে জানা থাকলে, আমাদের জন্য সীরাত মনে রাখা সহজ হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। আসুন অতি সংক্ষেপে নজর বুলিয়ে নেয়া যাক সীরাতের উপর। এটি মূলত ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবীর প্রণীত সীরাতের টাইমলাইন ও মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভী রহ. প্রণীত "সীরাতে মুস্তফা" অবলম্বনে করা।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পূর্বের প্রেক্ষাপট:

ঈসা আলাইহিস সালাম ঊর্ধ্বাকাশে তুলে নেওয়ার প্রায় ৬০০ বছর কোন নবী পৃথিবীতে আসেনি। একে "ফাতরতুল ওহী" এর যুগ বলে। পৃথিবী কুফর, শিরক ও জুলুমে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন রাজা বাদশাহরা মানুষের উপর খোদা হিসেবে চেপে বসেছিল। মানুষের অধিকার বলে কিছুই ছিল না। এ কারণে এই যুগকে "আইয়্যামে জাহিলিয়াত" এর যুগও বলে। জমিনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র মানব জাতি শেষ নবীর অপেক্ষায় ছিল।

আরবের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা:

কোন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে নবীজি সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন হয়েছে, তার ধারণা থাকা সীরাত বোঝার জন্য একান্ত প্রয়োজন। চলুন জেনে নেয়া যাক:

- কাবা ঘরের পবিত্রতা ও ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার ফলে, মক্কা নগরী অনুর্বর ও বিরাণ ভূমি হওয়া সত্যেও রিজিক ও নিরাপত্তার সংকট থেকে রক্ষা পায় এবং মক্কার কুরাইশরা সমগ্র আরবের অঘোষিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় ও ভৌগলিক কারণে ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয় মক্কা। ফলে মরুর বুকেও সারা আরব থেকে তাদের জন্য রিজিক চলে আসত। এমনকি সম্মানের কারণে তাদের উপর কোন ডাকাত দল আক্রমণ ও লুটপাট করত না।
- তারা ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করত। সারা আরবের যে কোন গোত্রের যে দেব-দেবী থাকত, তাদের একটি করে মূর্তি কাবার চত্বরেও রাখা হত। ফলে দেব দেবীকে অনেকটা জিম্মি করে কুরাইশরা অন্য গোত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করত। সেকালের সেকুলারিজম!
- কুরাইশদের পরামর্শ সভা বসত দারুন-নদওয়া নামক পার্লামেন্টে। এখান থেকেই তারা মক্কার সকল সিদ্ধান্ত নিত, নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করত।
- তাদের সমাজে এখনকার মত সবার জন্য শিক্ষা অর্জন, লেখতে ও পড়তে পারার দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন মনে করা হত না। সমাজের খুব কম সংখ্যক মানুষ বিশেষ করে যারা সমাজের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য তারাই লিখতে ও পড়তে শিখত। জন্মের পর শহরের কলুষিত পরিবেশ থেকে

রক্ষা করতে, বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিখাতে ও কষ্ট সহিষ্ণু করে গড়ে তুলতে তারা সন্তানকে গ্রামের কারও কাছে দুধ পান করাতে দিত। শৈশবেই তারা যুদ্ধ কৌশল ও দক্ষতা অর্জন করত। ঘোড়সওয়ারী, তীরন্দাজী ও তলওয়ার চালনা শিখত। পরিবেশ ও বংশীয় কারণে ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব গুণও তারা খুব সহজে অর্জন করত।

- তাদের সবাইকে কোন না কোন গোত্রের নিরাপত্তায় থাকতে হত। এখনকার যামানার ভিসার মত।
- ভৌগলিক কারণে রোম, পারস্যের মত বড় সম্রাজ্য কখনও আরব উপদ্বীপকে দখলে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। ফলে তারা ছিল গোলামী মানসিকতা থেকে মুক্ত। কষ্ট সহিষ্ণুতা, আত্মমর্যাদাবোধ, বংশীয় মর্যাদাবোধ, মেহমানদারীতা, সাহসিকতা, প্রতিশোধপরায়ণতা তাদের মধ্যে এসব ছিল প্রচণ্ড।
- আরব উপদ্বীপে একেক এলাকায় একেক গোত্রের শাসন চলত। তারা নিজ নিজ নেতাদের সম্মান করত ও তাদের মেনে চলত। সারা আরব কখনও এক নেতৃত্বে আসেনি।

বোঝা যাচ্ছে সমগ্র আরব এক নেতার আগমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, যে তাদের চারিত্রিক সংশোধন করে এক নেতৃত্বের অধীনে আনবে।

আরবের বাইরে রাজনৈতিক অবস্থা:

- আরবের দক্ষিণে ইয়ামান। সেখানে পারস্যের অগ্নি উপাসক বা মাজুসীদের শাসন চলছিল। তবে রোমান ও পারস্যের প্রভাব বলয়ের শাসকদের মধ্যে প্রায়ই ক্ষমতার পালাবদল চলছিল। ইহুদি ও নাসারাদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ছিল। সার্বিকভাবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ছিল।
- আরবের পশ্চিমে লোহিত সাগরের অপর পারে ছিল মিশর ও হাবসা। এরা নাসারা ছিল। রোমানদের ক্ষমতা বলয়ের অধীনে ছিল তারা।
- আরবের উত্তর পশ্চিমে ছিল শাম অঞ্চল যা ছিল রোমানদের অধীনে। তারা নাসারা বা খ্রিষ্টান ছিল। তারা তৎকালীন পরাশক্তি যা এখনকার আমেরিকার সমতুল্য।
- আরবের উত্তর পূর্বে ছিল ইরাক ও ইরান যা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা অগ্নিউপাসক বা মাজুসী ছিল। এরা ছিল ২য় পরাশক্তি যা এখনকার রাশিয়ার তুল্য। তবে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধ চলমান ছিল যা উভয়েরই শক্তিক্ষয় করে পুরো বিশ্বে নতুন শক্তি উদ্ভবের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল।

সারা বিশ্ব জুলুমে ছেয়ে গিয়েছিল। জমিন ইনসাফের জন্য হাহাকার করছিল। এই সবই আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনা ছিল যার মাধ্যমে তিনি তাঁর হাবিব মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বিশ্বে দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা দান করবেন।

নবুওয়াত পূর্ব জীবন (বয়স ১-৪০)

নবীজি ﷺ এর বয়স	ঘটনাবলি
১	• ইয়ামানের বাদশাহ আবরাহা হাতীর বাহিনী নিয়ে মক্কায় হামলা করতে আসে। ফলে তাদের উপর ইলাহী আযাবে চলে আসে। ঝাকে ঝাকে পাখি তাদের উপর ছোট ছোট পাথর ছুড়ে। তারা ধ্বংস হয়ে যায়। এ কারণে এ বছরকে আমুল ফীল বা হাতীর বছর বলে। এ বছরই ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসে নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয়। তিনি তাঁর মা আমিনার গর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ২৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। • দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ। • হালীমা সাদিয়া শিশু মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরাইশদের রীতি অনুযায়ী দুধ পান করাতে নিয়ে যান এবং তাঁর ওছিলায় অনেক বরকত লাভ করেন।
৪	প্রথমবার নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষ বিদারণ হয়। নবুওয়াতের শুরুতে এবং মিরাজের রাতে আরও দুইবার তাঁর বক্ষ বিদারণ করা হয়। দুধ মা হালিমা সাদিয়া এতে ভীত হয়ে, তাকে মা আমিনার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যান।
৬	মা আমিনাও মৃত্যু বরণ করেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব তার এতিম নাতির দায়িত্ব নেন।
৮	দাদা আবদুল মুত্তালিবও মৃত্যু বরণ করেন। চাচা আবু তালেব ভাতিজার দায়িত্ব নেন। এ সময় থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রায় ৪২ বছর তিনি নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর ও স্নেহে আগলে রাখেন।
১২	• চাচার সাথে শামে ব্যবসায়ীক সফরে যান। • অন্য সকল নবীর মত তিনিও বকরী চরান।
২০	কুরাইশ ও হাওয়াজিন গোত্রের মধ্যে ফিজার যুদ্ধ হয়। চাচাদের সাথে তিনি যুদ্ধে যান। তবে সরাসরি যুদ্ধ করেননি, চাচাদের তীর প্রস্তুত করে দিতেন। পরবর্তীতে যুদ্ধ বিরোধী ও মজলুমদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সংগঠন “হিলফুল ফুজুল” তৈরি হয়। তিনি এতে অংশ নেন।
২৫	সম্ভ্রান্ত বিধবা নারী খাদীজা রাদি: নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যবসার মালসহ শামে পাঠান। ব্যবসায় মুনাফা ও বিশ্বস্ততা দেখে খাদীজা রাদি: তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

নবীজি ﷺ এর বয়স	ঘটনাবলি
	তাদের বিয়ে হয়। তখন খাদীজা রাদি: এর বয়স ছিল ৪০। তাঁর গর্ভেই নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৪ কন্যা ও ২ পুত্রের জন্ম হয়।
৩৫	কাবা ঘর পুনর্নির্মাণের সময় হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ সমাধান করেন। কুরাইশদের নিকট সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হিসেবে সুপরিচিত হয়ে উঠেন মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
৩৯	মূর্তির প্রতি অনীহা ও ঘৃণা, রাত দিন হেরা গুহায় ইবাদত, নির্জনতা অবলম্বন ও সত্য স্বপ্ন দেখা এই সবই ছিল নবুওয়াতের পূর্বাভাষ।

লক্ষণীয় বিষয়:

নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা নবুওয়াতের দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করলেন। এতিম হওয়া, দারিদ্রে লালিত পালিত হওয়া, বকরি চরানোর দ্বারা কষ্ট সহিষ্ণু করলেন। শামের সফর, ব্যবসায়ে সফলতার দ্বারা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা দান করলেন। খাদীজা রাদি: এর মত স্ত্রী দান করে সফল পরিবারের কর্তা, দায়িত্ববান স্বামী ও মমতাময় পিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সমাজে অসহায়দের সর্বদা পাশে রেখে সহানুভূতিশীল বানালেন। ফিযার যুদ্ধে সামরিক দক্ষতা ও হিলফুল ফুজুলে অংশ গ্রহণ করিয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও রাজনৈতিক দক্ষতা দান করলেন। তাঁর দ্বারা হাজরে আসওয়াদের বিরোধ মিটিয়ে বিশ্বস্ততা ও সর্বপর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা দিলেন। হেরা গুহার নির্জন ইবাদতের মাধ্যমে রূহানিয়াত দান করলেন। বক্ষ বিদারণের দ্বারা ওহির ভার বহনে প্রস্তুত করলেন। সকল প্রস্তুতির পর দান করলেন নবুওয়াতের মহা দায়িত্ব ও শেষ কিতাব কুরআনুল কারীম।

মাক্কী জীবন (নবুওয়াতের ১-১৩ বছর)

নবীজি ﷺ এর বয়স	নবুওয়াতের বছর	ঘটনাবলি
৪০	**১**	• হেরা গুহায় সূরা আলাকের ১ম ৫ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সূচনা। • খাদীজা রাদি: এর ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান। সূরা মুজ্জাম্মিল ও মুদ্দাসসিরের প্রথম কিছু আয়াত নাযিল।

নবীজি ﷺ এর বয়স	নবুওয়াতের বছর	**ঘটনাবলি**
		• আবু বকর রাদি:, আলী রাদি:, যায়েদ ইবনে হারেসা রাদি: এর ইসলাম গ্রহণ। ধীরে ধীরে আরও অনেক সাবিকুনাল আওয়ালুন সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন।
৪২	**৩**	• আবু বকর রাদি: এর দাওয়াতে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন, যারা পরবর্তীতে ইসলামের অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গে পরিণত হন। এভাবে গোপনে দাওয়াত চলতে থাকে। • আরকাম রাদি. এর ঘরকে মারকাজ বানিয়ে কুরআন শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজ চলতে থাকে। এই ঘকে "দারুল আরকাম" বলা হয়। • মৌলিক আকিদার বিবরণসহ সূরা সমূহ নাযিল হতে থাকে।
৪৩	**৪**	• সূরা হিজরের ৯৪ নং আয়াত নাযিল করে প্রকাশ্যে দাওয়াতের আদেশ আসে। সফা পাহাড়ে উঠে কুরাইশদের প্রতি নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত। মূর্তি পূজা ও শিরকের অসারতা বর্ণনা করে তাওহীদের দাওয়াত। কুরাইশদের প্রত্যাখ্যান, উপহাস ও নির্যাতনের অধ্যায় শুরু। • সবরের নসিহত ও এর বিশাল পুরষ্কার এবং সান্ত্বনামূলক আয়াত নাযিল হতে থাকল।
৪৪	**৫**	• মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতন কঠিন থেকে কঠিন হতে থাকে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুশরিকরা পাগল, জাদুকর, কবি, গণক, মিথ্যাবাদী বলতে লাগল। • হাবসায় হিজরতের অনুমতি প্রদান ও উসমান রাদি: সহ বেশ কিছু সাহাবীদের হাবসায় হিজরত।
৪৫	**৬**	হামজা রাদি: ও ওমর রাদি: এর ইসলাম গ্রহণ ও প্রকাশ্যে কাবার চত্বরে নামাজ আদায়।
৪৬	**৭**	কোনভাবেই মুসলমানদের প্রচার প্রসার ঠেকাতে না পেরে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোত্র বানু হাশেমের সবাইকে এক গিরিপথে ৩ বছরের জন্য বন্দি করা হয়। এটাই "শিয়াবে আবু তালেব"। "অবরোধ পত্র" কাবায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কেউ তাদের সাহায্য করতে পারবে না। ফলে অবর্ণনীয় কষ্ট ও দুর্দশায় তাদের এই সময় কাটে।

নবীজি ﷺ এর বয়স	নবুওয়াতের বছর	ঘটনাবলি
৪৯	১০	• ৩ বছর পর, অবরোধ নির্মূল করার জন্য কুরাইশের বিবেকবান লোকেরা উঠে পড়ে লাগে। অবশেষে দেখা যায় উইপোকা সেই অবরোধ পত্র খেয়ে ফেলেছে। ফলে তারা মুক্তি পান। • ঘরে সান্ত্বনাদানকারী স্ত্রী খাদীজা রাদি: ও বাইরে আগলে রাখা চাচা আবু তালেবের মৃত্যু। এ বছরকে আমুল হুযন বা দুঃখের বছর বলে। • তায়েফে দাওয়াত দিতে গিয়ে মর্মান্তিক নির্যাতনের স্বীকার হন। • মিরাজের ঘটনা ও ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়া। (বানী ইসরাইল ১৭ : ১) • মক্কার বাইরে দাওয়াতের কাজ শুরু।
৫০	১১	হজের মৌসুমে আরবের বিভিন্ন গোত্রে দাওয়াত এবং মদিনার খাজরাজ গোত্রের ৬ জনের ইসলাম গ্রহণ।
৫১	১২	১ম বায়েতে আকাবায় মদিনার ১২ জনের বায়াত গ্রহণ ও মুসআব ইবনে উমায়ের রাদি: কে কুরআনের মুআল্লিম ও দায়ী হিসেবে মদিনায় প্রেরণ।
৫২	১৩	• মুসআব ইবনে উমায়ের রাদি: এর দাওয়াতী মেহনতে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী ইসলাম গ্রহণ করে নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বায়াত গ্রহণ করেন। একে ২য় বায়াতে আকাবা বলে। • মদিনায় হিজরতের হুকুম। একে একে সাহাবীদের হিজরত। ইসলামের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। • রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার চেষ্টা ও আল্লাহর সাহায্যে হিজরত।

লক্ষণীয় বিষয়:

নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কী জীবনের ১ম অংশে গোপনে দাওয়াত দেন, সাহাবাদের তরবিয়ত করেন ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ দেখান। ২য় অংশে প্রকাশ্য তাওহীদের দাওয়াত দেন, মূর্তিপূজার অসাড়তা তুলে ধরেন। ফলে উপহাস, নির্যাতন, জুলুম নেমে আসে। হিজরতের সূচনা হয়। এই পর্যায়ে সবরের পরীক্ষা ও ঈমানের পরিপক্কতা আসে। শেষ অংশে মক্কার বাইরে দাওয়াতের মেহনত করেন এবং মদিনার অনেকে ঈমান আনেন। মদিনায় হিজরত করে, দারুল ইসলাম তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই হিজরত কোন পলায়ন নয় কিংবা শান্তিপূর্ণ স্থানে বাকী

জীবন পার করাও নয়। বরং, নতুনভাবে সংগঠিত হয়ে, প্রবল প্রতাপে আবার মক্কায় ফিরে এসে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করাই এর উদ্দেশ্য।

মাদানী জীবন (হিজরী ১-১১)

নবীজি ﷺ এর বয়স	হিজরী সন	ঘটনাবলি
৫৩	১	• আবু বকর রাদি: কে নিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা থেকে মদিনার পথে হিজরতের জন্য যাত্রা শুরু করলেন। কুরাইশরা তাদের খুঁজতে ১০০ উট পুরস্কার ঘোষণা করল। তারা দুই জন সওর পাহাড়ের গুহায় ৩ দিন আত্মগোপন করলেন। • মদিনার উপকণ্ঠে কুবা এলাকায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌঁছান। সেখানে মাসজিদে কুবা নির্মাণ করেন। • মদিনায় মাসজিদে নববী নির্মাণ করা হয়। ইসলামের সকল কর্মকাণ্ড এখান থেকেই পরিচালিত হত। এর পাশেই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ উম্মুল মুমিনিনদের ঘর তৈরি করা হল। • মদিনার ইহুদিদের সাথে চুক্তি করে, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি করেন। পরবর্তীতে এই চুক্তি একে একে ৩টি ইহুদি গোত্রই ভঙ্গ করে। • মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করে দেওয়া হল। এমনকি তখন তারা একে অপরের ওয়ারিশও হত যা পরবর্তীতে রহিত হয়। • ইহুদি আলেম আবদুল্লাহ ইবনে সালেম রাদি: ও সালমান ফারসী রাদি: এর ইসলাম গ্রহণ। • মদিনায় অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর জিহাদের অনুমতি প্রদান ও মুহাজির সাহাবীদের ছোট ছোট দল মুশরিকদের বাণিজ্যিক কাফেলার বিরুদ্ধে প্রেরণ।
৫৪	২	• মাসজিদে নববীতে দরিদ্র ও ইলম পিপাসী সাহাবীদের থাকার জায়গা তৈরি করা হল। তাদেরকে "আসহাবে সুফফাহ" বলা হয়। • বাইতুল মাকদিস থেকে মাসজিদুল হারামে কিবলা পরিবর্তন হয়। • আয়াত নাযিল করে রমজান মাসের রোজা (বাকারাহ ২ : ১৮৫), যাকাত ও জিহাদ (বাকারাহ ২ : ২১৬) ফরজ করা হয়।

নবীজি ﷺ এর বয়স	হিজরী সন	ঘটনাবলি
		• বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রায় অস্ত্রহীন ৩১৩ মুসলমান বনাম পরিপূর্ণ রণসজ্জায় সজ্জিত ১,০০০ কাফের। আল্লাহ মুশরিকদের পরাজিত করেন। কুরাইশদের ৭০ জন নেতা হত্যা হয় এবং ৭০ জন বন্দি হয়। মুশরিকদের উপর ইলাহী আযাব শুরু হয়ে যায়। সূরা আনফালে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। • ইহুদি গোত্র বানু কাইনুকার চুক্তি লঙ্ঘন এবং মদিনা থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়।
৫৫	**৩**	• উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রায় ৩ হাজার কাফেরের মুকাবিলায় ছিল মাত্র ৭০০ মুসলমান। প্রাথমিক বিজয়ের পর বিপর্যয় নেমে আসে। ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। সূরা আলে ইমরানে (৩ : ১২১-১৮০) বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। • উহুদ যুদ্ধের পরের দিন ক্লান্ত ও আহত শরীরে মুসলমানরা হামরাউল আসাদ পর্যন্ত যায়, কাফেরদের মুখোমুখি হতে। কিন্তু কাফেররা ভীত হয়ে পূর্বেই চলে যাওয়ায়, যুদ্ধ হয়নি। • এতিমদের হক, বিধবা বিবাহ, ওয়ারিশ বণ্টনসহ বিভিন্ন বিধান নাযিল হয়।
৫৬	**৪**	• কুরআন শিক্ষার কথা বলে, ৭০ জন কারী সাহাবীকে কাফেররা নিয়ে যায়। পথে তাদের সবাইকে শহীদ করা হয়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩০ দিন তাদের উপর বদ দোয়া করেন, কুনুতে নাযেলা পড়েন। • রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গুপ্তহত্যা করার চেষ্টা চালিয়ে ইহুদিদের আরেক গোত্র বানু নাযির চুক্তি ভঙ্গ করে। তাদেরকেও মদিনা থেকে বিতাড়িত করা হয়। • সালাতুল খওফ (নিসা ৪ : ১০২), তায়াম্মুমের বিধান (নিসা ৪ : ৪৩) নাযিল হয়।
৫৭	**৫**	• আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাত্র ৩,০০০ সাহাবীর বিপক্ষে ১২-১৫ হাজার কাফের! বিতাড়িত ইহুদি গোত্র বানু নাযিরের চক্রান্তে মক্কার কুরাইশ, বানু গাতফান সহ আরবের বড় বড় গোত্রের সম্মিলিত বাহিনী মদিনায় হামলা করতে এলো। সালমান ফারসী রাদি: এর পরামর্শে মুসলমানরা অল্প সময়ে দীর্ঘ পরিখা খনন করে রক্ষণাত্মক যুদ্ধ করল। মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সাহায্যে এল, কাফেররা পরাস্ত হল। (আহযাব ৩৩ : ৯-২৫)

নবীজি ﷺ এর বয়স	হিজরী সন	ঘটনাবলি
		• মদিনার শেষ ইহুদি গোত্র বানু কুরাইযা গাজওয়ায়ে আহযাবে চুক্তি ভঙ্গ করে প্রতারণা করে। তারা কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিপক্ষে দুই দিক থেকে সম্মিলিত হামলা চালাতে চায়। শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। এ কারণে তাদের উপর মুসলমানরা অবরোধ করে। শেষে তারা আত্মসমর্পণ করে। তাদের যুদ্ধ সক্ষম পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড ও বাকীদের গোলাম বানানো হয়। (আহযাব ৩৩ : ২৬-২৭) • রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর ফুফাতো বোন জয়নব বিনতে জাহাশ রাদি: এর বিবাহ হয়। পূর্বে তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা রাদি: এর বিবাহাধীন ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের তালাক হয়। (আহযাব ৩৩ : ৩৭-৩৮) • এই বিবাহের ওলিমার ঘটনার প্রেক্ষিতে পর্দার বিধান নাযিল হয়। (আহযাব ৩৩ : ৫৩, নূর ২৪ : ৩১)
৫৮	**৬**	• গাজওয়ায়ে বানু মুস্তালিক সংঘটিত হয়। শত্রুপক্ষ পরাজিত ও বহু বন্দি হল। গোত্রপতির কন্যা জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেসা রাদি: কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহ করেন। ফলে তাঁর গোত্রের সবাই আযাদ হয়ে যায়। • এই অভিযানের ফেরার পথে মুনাফিকরা উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদি: এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে সূরা নূরে আয়াত (১-২০) নাযিল করলেন। যিনার মিথ্যা অপবাদ ও যিনার শাস্তির বিধান নাযিল হল। • রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৪০০ সাহাবীকে নিয়ে উমরা করতে আসেন মক্কায়। হুদাইবিয়া নামক স্থানে মুশরিকরা বাধা দেয়। পরবর্তী বছর উমরা করা ও ১০ বছরের যুদ্ধ বিরতির শর্তে মুশরিকদের সাথে চুক্তি হয়। একে হুদাইবিয়ার সন্ধি বলে। (ফাতহ ৪৮ : ১) এখানেই ১৪০০ সাহাবী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বায়াত করেন। যাকে “বায়াতে রিদওয়ান” বলে। (ফাতহ ৪৮ : ১৮)

নবীজি ﷺ এর বয়স	হিজরী সন	ঘটনাবলি
		• চুক্তির একটি শর্ত অনুযায়ী কেউ মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলে, তাকে মদিনায় রাখা যাবে না। তখন আবু বাসীর রাদি. এর নেতৃত্বে এক দল মুসলমান মক্কা থেকে হিজরত করে মক্কা-মদিনার পথে সমুদ্র উপকূলে অবস্থান নেন। তারা কুরাইশদের ব্যবসায়িক কাফেলা আক্রমণ করতে থাকেন। বিরক্ত হয়ে কুরাইশরা নিজেরাই চুক্তির এই শর্তটি উঠিয়ে নেয়। ফলে তারা সবাই মদিনা ফিরে আসে।
৫৯	**৭**	• কুরাইশদের সাথে শান্তি চুক্তি হওয়াতে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি হয়। এই সুযোগে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমের বাদশাহ কাইসার, পারস্যের বাদশাহ কিসরা, মিশরের মুকাওকাস ও অন্যান্য বাদশাহের কাছে দ্বীনের দাওয়াত সম্বলিত নিজ সীলমোহরযুক্ত চিঠি পাঠান। দ্বীন ইসলাম আরবের আঞ্চলিকতার পরিধি পার করে বৈশ্বিক পরিসরে উঠে এল। • খাইবারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা প্রচুর গণিমত লাভ করেন। ইহুদি নারী বিষযুক্ত বকরীর গোস্ত খাওয়ান রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কিছু সাহাবীকে। সেই বিষাক্ত গোশত খেয়ে কয়েকজন সাহাবী শহীদ হন এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও অল্প বিষক্রিয়া হয়। • হাবশা থেকে জাফর ইবনে আবি তালেব রাদি: এর নেতৃত্বে মুহাজির সাহাবীদের অবশিষ্ট অংশ মদিনায় আসেন। • হুদাইবিয়ার চুক্তি অনুযায়ী এ বছর সাহাবীদের নিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা আদায় করেন। প্রায় ২,০০০ সাহাবী তাঁর সঙ্গী হন। এবার কুরাইশরা চুক্তি মুতাবেক কোন বাধা দেয়নি। একে উমরাতুল কাযা বলে।
৬০	**৮**	• কুরাইশদের দুই প্রাণভোমরা আমর ইবনে আস রাদি: ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদি: হিজরত করে মদিনা আসেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে কুরাইশদের ঘুরে দাঁড়ানোর শেষ অবশিষ্ট আশাও শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা দ্বীন ইসলামকে ভবিষ্যতে শাম, পারস্য ও মিসরে বিজয়ী করার জন্য রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতে এই দুই অস্ত্র এনে দেন। • আমর বিন আস রাদি. এর নেতৃত্বে যাতুস সালাসিল যুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

নবীজি ﷺ এর বয়স	হিজরী সন	ঘটনাবলি
		• রোমানদের সাথে মুতার যুদ্ধ হয়। নবীজি সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী একে একে জাফর ইবনে আবি তলেব, জায়েদ ইবনে হারেসা ও আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাদি. শহীদ হন। নও মুসলিম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদি. সেনাপতি হন। বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে মুজাহিদ বাহিনীকে মদিনায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারী উপাধি পান। • মক্কার কুরাইশরা বনু খুজাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করে হুদাইবিয়ার চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে এ বছর রমজান মাসে প্রায় বিনা যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ১০,০০০ সাহাবীদের নিয়ে মক্কা বিজয় করেন। মক্কার অধিবাসী সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। কাবার সকল মূর্তি ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে, শিরক থেকে পবিত্র করা হয়। • পরের মাসেই হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্র মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার না করার জন্য শেষ চেষ্টা করে। তারা বিশাল সৈন্য সমাবেশ করে। প্রায় ২৪-২৮ হাজার। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার নওমুসলিম সহ প্রায় ১২,০০০ সাহাবীদের নিয়ে মক্কা ও তায়েফের মাঝে হুনায়েনের প্রান্তরে উপস্থিত হন। আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় ও বিপুল গণিমত দান করেন। • এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের একটি অংশ তায়েফের দুর্গে পালিয়ে অবস্থান নেয়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্গ অবরোধ করেন। যে তায়েফে তিনি নির্মম নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন, সেই তায়েফকে অবরোধ করেন, মিনজানিক দিয়ে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করেন। অবরোধ দীর্ঘ হওয়ায়, এক পর্যায়ে তিনি অবরোধ তুলে মক্কায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে তারা নিজেরাই এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। • রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা পালন করেন এবং আত্তাব ইবনে উসাইদ রাদি: কে মক্কার প্রশাসক নিয়োগ করে মদিনায় ফিরে আসেন।
৬১	**৯**	• তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৩০,০০০ সাহাবী কঠিন প্রতিকূলতায় প্রায় এক হাজার কি.মি. পার করে, রোমানদের বিরুদ্ধে অংশ নেয় এই অভিযানে। কিন্তু কোন যুদ্ধ হয়নি। সূরা তাওবাহতে (৬-১৫ রুকু) বিস্তারিত বিবরণ আছে।

নবীজি ﷺ এর বয়স	হিজরী সন	ঘটনাবলি
		• তাবুক থেকে ফিরে মুনাফিকদের আস্তানা মাসজিদে যেরার ধ্বংস করা হয়। • আবু বকর রাদি: হজের আমীর নিযুক্ত হন ও মুশরিকদের জাজিরাতুল আরব থেকে বিতাড়িত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। (তাওবাহ ৯ : ১-৬)
৬২	**১০**	• সারা আরব অপেক্ষা করছিল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশদের মধ্যে ফায়সালা হওয়ার। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে সেই ফায়সালা হয়। সারা আরব থেকে এ বছর ৬০ এর অধিক প্রতিনিধি দল এসে ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে এ বছরকে "আমুল উফুদ" বা প্রতিনিধির বছর বলে। • প্রায় সোয়া লাখ সাহাবী নিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ পালন করেন। একে বিদায় হজ্জ বলে। দ্বীনের পূর্ণতার ঘোষণা আসে সূরা মায়িদার ৫ নং আয়াতে। • নাযরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলের আগমন ও মুবাহালার ঘটনা।
৬৩	**১১**	• উসামা ইবনে জায়েদ রাদি: এর নেতৃত্বে মুতার যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে একটি জামাত প্রেরণ করেন। • সফর মাসের শেষে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হন এবং ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার ইন্তিকাল করেন।

লক্ষণীয় বিষয়:

- মাক্কী জীবনে আকিদার আয়াত নাযিল হয়েছে। মাদানী জীবনে মুসলমানদের ঈমান আল্লাহর হুকুম-আহকাম মানার জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেছে। ফলে পর্যায়ক্রমে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন বিধান নাযিল হয়ে, দ্বীন ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে।
- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও জিহাদের মিশন যত এগিয়েছে অনুসারীদের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বেড়েছে। বদরে ৩১৩, উহুদে ৭০০, খন্দকে ৩,০০০, মক্কা বিজয়ে ১০,০০০, হুনায়েনে ১২,০০০, তাবুকে ৩০,০০০ ও বিদায় হজে ১ লক্ষ ২৫ হাজার। সূরা নাসরে এটাই বলা হয়েছে।
- মাদানী জীবনে নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রমাগত দ্বীন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিতে থাকেন। মদিনা গুছিয়ে কুরাইশদের উপর আক্রমণ, কুরাইশদের সাথে চুক্তি করে সকল বাদশাহকে দাওয়াত নামা প্রেরণ, কুরাইশদের পরাজিত করে সারা আরবকে এক নেতৃত্বে আনা

এবং আরবের বাইরে রোমের বিপক্ষে অভিযান। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী খলিফাদের আমলে বিশ্বের কোণে কোণে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়তে থাকে।

- নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদানী জীবনের এক তৃতীয়াংশের বেশী সময় যুদ্ধে মদিনার বাইরে ছিলেন। সব সময় সাহাবীদের কোন না কোন জামাত জিহাদে থাকত। এই ১০ বছরে তিনি ২৭ টি যুদ্ধে নিজে গিয়েছেন এবং আরও ৩৫-৫৬ টি যুদ্ধে সাহাবীদের পাঠিয়েছেন।

উম্মুল মুমিনিনদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

নবীজি সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ মুমিনদের মা। কেউ কি এমন আছে, যে তার মার নাম, বিবরণ জানে না? সুস্থ কাউকে পাওয়া যাবে না। অথচ আজ মুসলিম উম্মাহ এতটাই আত্মপরিচয়হীন হয়ে গেছে যে, সে তার উম্মতের মায়েদের নামও জানে না। তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা তো দূরের কথা। উচিত তো ছিল সকল মেয়েদের ছোটবেলা থেকেই তাদের সম্পর্কে জেনে, তাদেরকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। আজ সমাজে ফিতনা ফাসাদের বড় একটি কারণ, আমাদের মেয়েদের সামনে আদর্শ হিসেবে নর্তকী, গায়িকা, নায়িকা, নারীবাদীদের তুলে ধরা হয়েছে। ফলে তারা সেই ধ্বংসের পথে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখছে। এভাবে এই সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আসুন একেবারে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছুটা জেনে নেই উম্মতের আদর্শ নারীদের সম্পর্কে। এর মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা ও তাদেরকে আমাদের জীবনে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার আগ্রহ তৈরি করে নেই।

১	
খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদি:	
বিবাহ:	নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ২৫ বছর বয়সে।
বিবাহের সময় বয়স:	৪০
মৃত্যু:	নবুওয়াতের ১০ম বছর
বর্ণিত হাদিস সংখ্যা:	কোন হাদিস বর্নিত নেই তাঁর পক্ষ থেকে।
সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য: প্রথম মুসলিম নারী। পূর্বের ২ জন স্বামীর মৃত্যুর পর নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিয়ে হয়। নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৬ সন্তানের মা। ৪ জন কন্যা যথাক্রমে যয়নব রা:, রুকাইয়্যাহ রা:, উম্মে কুলসুম রা: ও ফাতিমা রা: এবং ২ জন পুত্র কাশেম রা: ও আবদুল্লাহ রা:। এছাড়া রসূলুল্লাহ সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আর মাত্র একজন	

পুত্র সন্তানেরই জন্ম হয় মারিয়া কিবতিয়া রা: এর গর্ভে। তাঁর নাম ছিল ইব্রাহিম রা:। ৩ জন পুত্র সন্তানই নাবালেগ অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

২	
সাওদা বিনতে যামআহ রাদি:	
বিবাহ:	নবুওয়াতের ১০ম বছর
বিবাহের সময় বয়স:	৫০
মৃত্যু:	১৯ হিজরী
বর্ণিত হাদিস সংখ্যা:	৫

সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য: প্রথম দিকের মুসলমান। স্বামীসহ হাবাশায় হিজরত করেন। মক্কায় ফেরার পর স্বামী মারা যাওয়ায় অসহায় অবস্থায় পড়ে যান। খাদিজা রাদি: এর মৃত্যুর পর তাকে নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করেন।

৩	
আয়িশা বিনতে আবি বকর রাদি:	
বিবাহ:	নবুওয়াতের ১১তম বছর
বিবাহের সময় বয়স:	৬ (সংসার শুরু ৯ বছর বয়সে)
মৃত্যু:	৫৭ হিজরী
বর্ণিত হাদিস সংখ্যা:	২২১০

সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য: নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একমাত্র তার সাথেই কুমারী হিসেবে বিবাহ হয়। সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ছিলেন। নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর দীর্ঘ ৪৭ বছর ইলমে দ্বীনের খেদমত করেন যা বর্ণিত হাদিস সংখ্যা দেখেও অনুমেয়।

৪	
হাফসা বিনতে উমার রাদি:	
বিবাহ:	৩ হিজরী
বিবাহের সময় বয়স:	২২
মৃত্যু:	৪১ হিজরী
বর্ণিত হাদিস সংখ্যা:	৬০

সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য: স্বামীর সাথে হাবাশা ও পরে মদিনায় হিজরত করেন। উহুদে স্বামী শহীদ হওয়ার পর, নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ হয়।

৫	
যয়নাব বিনতে খুযায়মা রাদি:	
বিবাহ:	৩ হিজরী
বিবাহের সময় বয়স:	৩০
মৃত্যু:	৩ হিজরী
বর্ণিত হাদিস সংখ্যা:	কোন হাদিস বর্নিত নেই তাঁর পক্ষ থেকে।

সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য: পরপর ২ জন স্বামী মারা যান। ৩য় স্বামীও উহুদে শহীদ হন। এরপর নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ হয়। তাকে দানশীলতার জন্য উম্মুল মাসাকিন বলা হয়। নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযা পড়েন।

৬	
উম্মে সালামাহ বিনতে আবী উমাইয়া রাদি:	
বিবাহ:	৪ হিজরী
বিবাহের সময় বয়স:	২৬
মৃত্যু:	৬০ হিজরী
বর্ণিত হাদিস সংখ্যা:	৩৭৮

সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য: স্বামীসহ হাবাশায় হিজরত করেন। মদিনায় ফেরার পর উহুদে স্বামী শহীদ হন। এরপর ২ ছেলে, ২ মেয়ের মা উম্মে সালামাহ রাদি: এর নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ হয়। হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় তার উত্তম পরামর্শ বেশ কাজে দেয়।

৭	
যয়নাব বিনতে জাহাশ রাদি:	
বিবাহ:	৫ হিজরী
বিবাহের সময় বয়স:	৩৬
মৃত্যু:	২০ হিজরী
বর্ণিত হাদিস সংখ্যা:	১১

সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য: নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালক পুত্র জায়েদ ইবনে হারেসা রাদি: এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী। নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাতো বোনও তিনি। তালাকের পর নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আল্লাহর নির্দেশে বিয়ে করেন।

৮	
জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ রাদি:	
বিবাহ:	৫ হিজরী
বিবাহের সময় বয়স:	২০
মৃত্যু:	৫৬ হিজরী
বর্ণিত হাদিস সংখ্যা:	৭
সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য: বানু মুস্তালিকের যুদ্ধে বন্দী হন। তিনি ছিলেন সেই গোত্রের সর্দারের কন্যা। ইতিপূর্বে তার স্বামীও নিহত হন। নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দাসী হওয়া থেকে রেহাই দিয়ে বিবাহ করেন। ফলে তার গোত্রের অন্য সব যুদ্ধবন্দীরাও মুক্তি পায়।	

৯	
উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবু সুফিয়ান রাদি:	
বিবাহ:	৭ হিজরী
বিবাহের সময় বয়স:	৩৬
মৃত্যু:	৪৪ হিজরী
বর্ণিত হাদিস সংখ্যা:	৬৫
সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য: স্বামীসহ হাবাশায় হিজরত করেন। সেখানে স্বামী মারা যায়। বাদশাহ নাযাশীর মারফত পত্র পাঠিয়ে নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ করেন।	

১০	
সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব রাদি:	
বিবাহ:	৭ হিজরী
বিবাহের সময় বয়স:	১৭
মৃত্যু:	৫০ হিজরী
বর্ণিত হাদিস সংখ্যা:	১০

সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য: হারুন আলাইহিস সালামের বংশধর। খাইবারের যুদ্ধে স্বামী নিহত হয় এবং তিনি বন্দী হন। তিনি মুসলমান হন। নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্ত করে বিবাহ করেন। তিনিই স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র কুরাইশ বংশের বাইরের।

১১	
মায়মূনা বিনতে হারেছ রাদি:	
বিবাহ:	৭ হিজরী
বিবাহের সময় বয়স:	৩৬
মৃত্যু:	৫১ হিজরী
বর্ণিত হাদিস সংখ্যা:	৭৬
সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য: পূর্বের ২ জন স্বামী মৃত্যুর পর উমরাতুল কাযার সফরে নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ হয়। এটাই তাঁর শেষ বিবাহ।	

নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল বিবাহ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের জন্য এক সাথে সর্বোচ্চ ৪ জনকে বিবাহধীন রাখার যে বিধান, সেটা নবীজি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য প্রযোজ্য ছিল না (আহযাব ৩৩ : ৫০)। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়, বিবাহের সময় শুধুমাত্র আয়েশা রাদি: কুমারী ছিলেন আর যয়নব বিনতে জাহাশ রাদি: তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন, বাকী সবাই ছিলেন বিধবা। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন কারও ২য় স্বামী, আবার কারও ৩য় কিংবা ৪র্থ স্বামী। বিবাহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বিষয় লক্ষণীয়।

১. ওহির সংরক্ষণ ও দ্বীনের প্রচারের স্বার্থ। ঘরের ভেতরের হুকুম আহকাম সাহাবীদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। উম্মুল মুমিনিনরা ঘরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সময় কাটাতেন, তারাই এ বিষয়ের হুকুম আহকাম বর্ণনাকারী ছিলেন।
২. নারীদের অনেক বিধান উম্মতের কাছে উম্মুল মুমিনিনদের মাধ্যমেই পৌছেছে।
৩. আয়েশা রাদি: বিবাহের সময় বয়স কম হওয়ায়, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর দীর্ঘ ৪৭ বছর দ্বীনের খেদমত করতে পেরেছেন। ২২১০ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ফকীহও ছিলেন। দ্বীন ইসলামের অনেক ইলমের সূত্র খুঁজলে তাকে পাওয়া যাবে।
৪. জনগণের মধ্যে ভ্রান্তি দূর করার জন্য। যয়নব বিনতে জাহাশ রাদি: কে বিবাহের মাধ্যমে প্রমাণ হল, পালক পুত্র বাস্তবে পুত্র নয়।

৫. নিজের পরিবারের জন্য অভিজ্ঞ একজন সংসারী স্ত্রী পাওয়া। যেমন: খাদিজা রাদি: এর মৃত্যুর পর ৪ কন্যার পিতা ছিলেন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সেই সময় তিনি সাওদা রাদি: এর মত সংসার জীবনে অভিজ্ঞ নারীকে বিয়ে করেন।

৬. শহীদের স্ত্রীকে বিবাহের মাধ্যমে সান্ত্বনা দেওয়া ও সম্মানিত করা। উম্মুল মুমিনিন হওয়ার মর্যাদা দান করা।

৭. দ্বীনের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করা অসহায় বিধবা নারীর সহায় হওয়া, দ্বীনের জন্য ত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে সম্মানিত করা।

৮. শহীদের স্ত্রীকে বিবাহের মাধ্যমে, তার এতিম সন্তানদের দায়িত্ব নেওয়া।

৯. অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমতী জীবন সঙ্গী ও পরামর্শক পাওয়া।

আরও অনেক কারণ ও হিকমত বর্ণনা করা যাবে। বিস্তারিত বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল একটু ধারণা দেওয়া। এ বিষয়ে ইসলামের বিরোধী শক্তি নাস্তিক, ওরিয়েন্টালিস্টরা বিভিন্ন প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করে মুসলমানদের মনে সংশয় তৈরির প্রচেষ্টা চালায়। সাধারণ মানুষকে দ্বীনের জ্ঞান থেকে দূরে রেখে এই ফাঁদে পড়ার উপযুক্ত তারা আগেই করে রেখেছিল। ফলে দ্বীনী জ্ঞান শূন্য সাধারণ মানুষ নিজের রুচি, বুদ্ধি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহের উদ্দেশ্য জানেন পাশ্চাত্যের কোন ওরিয়েন্টালিজম ডিপার্টমেন্টের প্রফেসরের কাছ থেকে, কিংবা ওরিয়েন্টালিস্টদের দেশীয় কোন এজেন্ট নাস্তিকের ব্লগ থেকে, যে এগুলো লিখে কোন মতে ইউরোপীয়দের নজরে আসতে চায়, সেই দেশের নাগরিক হতে চায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের এসব শয়তানের এজেন্ট ও ঈমান চোরদের থেকে হিফাজত করুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সীরাতের এই ক্ষুদ্র আয়োজনকে কবুল করুক। আমাদের আরও বিস্তারিত সীরাতের অধ্যায়ণের তৌফিক দান করুক। সীরাতের কিছু সাজেশন:

১. যার সাধ, সাধ্য ও সময় রয়েছে, সে বিস্তারিত পরিসরে পড়তে পারেন: "**সীরাতে মুস্তফা সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম**"। লেখক: মওলানা ইদ্রীস কন্ধলভী রহ:।

২. কিছুটা সংক্ষিপ্ত পরিসরে পড়তে পারেন: "**আর রাহীকুল মাখতুম**"। লেখক: সফিউর রহমান মোবারকপুরী রহ:।

৩. আরও সংক্ষিপ্ত আকারে পড়া যেতে পারে: "**উসওয়াতুন হাসানাহ**"। লেখক: মুফতি তারেকুজ্জামান। যারা দীর্ঘ আকারের বই পড়ে অভ্যস্ত নয়, তাদের জন্য উত্তম।

৪. পড়ার জন্য সময়, ধৈর্য না থাকলে, অডিও শোনা যেতে পারে। অনলাইনে পেয়ে যাব।
   - ইংরেজি: **আনওয়ার আওলাকী রহ: এর সীরাতের সিরিজ।**
   - বাংলা: Rain Drops Media এর সীরাতের সিরিজ।

কুরআনীক আরবী কোর্স

জেনারেল শিক্ষিত ও স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের জন্য কুরআনিক আরবী ভাষা শিখার সুযোগ। ৪ মাসের কোর্স। সপ্তাহে ৩ দিন ৪৫ মিনিটের ক্লাস। সবাই আমন্ত্রিত।

01725343433

কুরআনুল কারীম

t.me/LugatulQuranCourse

তাইসীরুল কুরআন

সমগ্র কুরআনের সারকথা বয়ান ও আলোচনার ছন্দে কুরআনীক প্রবন্ধ আকারে (৪ খণ্ড)। জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য সহজে কুরআনের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করার উপায়।

তাইসীরুল কুরআন

facebook.com/TaisirulQuraan

Taisirul Quran

GET IT ON Google play